DORIDRO.COM
antor attar shondhane..

রাক্ষসী

সৈয়দ মুজতবা আলী

DORIDRO.COM
antor attar shondhane..

চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

রাক্ষসী

আরাম-আয়েশ ফূর্তি-ফার্তির কথা বলতে গেলেই ইংরেজকে ফরাসী শব্দ ফরাসী ব্যঞ্জনা ব্যবহার করতে হয়। 'জোয়া দ্য ভিভ্‌র (শুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকার আনন্দ),' বঁ ভিভ্‌র' (আরামে আয়েশে জীবন কাটানো), 'গুরমে' (পোশাকি খুসখানেওয়ালা), 'কনেস্যর' (সমঝদার, রসিকজন) এসব কথার ইংরিজি নেই। ভারতবর্ষে হয়ত এককালে ছিল, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ছিল, —মৃৎশকটিকা, মালতীমাধব নাট্যে আরাম-আয়াশের যে চৌকশ বর্ণনা পাওয়া যায় তার কুল্লে মাল তো আর গুল মারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আজ নেই এবং তার কারণ বের করার জন্য ও ঘেরণ্ড সংহিতা ঘাঁটতে হয় না। রোগশোক অভাব অনটনের মধ্যিখানে 'গুরমে' হওয়ার সুযোগ শতকে গোটেক পায় কি না সন্দেহ-তাই খুশ-খানা, খুশ-পিনা বাবদের বেবাক ভারতীয় কথাগুলো ভাষা থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে, নতুন বোল-তানের প্রশ্নই ওঠে না।

তবু এই 'ব' ভিভ্‌রের কায়দাটা এখনো কিছু জানে পশ্চিম ভারতের পার্সী সম্প্রদায়। খায়দায়, হৈ-হুল্লোড় করে, মাত্রা মেনে ফষ্টিনষ্টি ইয়ার্কি-দোস্তি চালায় এবং তার জন্য দরকার হলে 'ঋণং কৃত্বা' নীতি মানতেও তাদের আপত্তি নেই। 'তাজ' হোটেলে বসে মাসের মাইনে এক রাত্তিরে ফুঁকে-দেনে-ওলা বিস্তর পার্সী বোম্বাইয়ে আছে আর গোলাপী নেশায় একটুখানি বে-এক্তয়ার হয়ে কোনো পার্সী ছোকরা যদি ল্যাম্প-পোস্টটাকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে ঝপাঝপ গণ্ডাদশকে চুমো খেয়ে ফেলে তাহলে তার বউ হয় স্ন্যাপশট তোলে, নয় 'চ, চ বাইরাম, তোর নেশা চড়েছে' বলে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরদিন ক্লাবে বসে বউ 'পাগলা বাইরামের' কীর্তি-কাহিনীতে বেশ একটুখানি নুন-লঙ্কা লাগিয়ে মজলিস গরম করে তোলে, আর বাইরামের বাপ গল্প শুনে মিটমিটিয়ে হাসে, ব্যাটার 'এলেম' হচ্ছে দেখে আপন ঠাকুরদার স্মরণে খুশী হয়ে দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

গাওনা বাজনায় ভারী শখ। একদল বেটোফেন ভাগনার নিয়ে মেতে আছে, আরেকদল বরোদার ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদী করে, আর 'লাল্লা লাল্লা লা'

গান গেয়ে নাকি বহু পার্সী বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে নেমে এসেছে।

অন্য কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ-সব কথা বলতে আমি সাহস পেতুম না, কিন্তু পার্সীদের ঈষৎ রসবোধ আছে, তা সে সূক্ষ্মই হোক, আর স্থূলই হোক্। আলাপ জমাতেও ভারী ওস্তাদ বিদেশীকে খাতির করে ঘরে নিয়ে যায়, বাড়ির আর পাঁচজনকে নতুন চিড়িয়া দেখাবে বলে; তাকে কাঠি বানিয়ে সবাই মিলে তার চতুর্দিকে চর্কিবাজির নাচন তুলবে বলে। তাই বরোদা পৌছবার তিন দিনের ভিতরই রুস্তম দাদাভাই ওয়াডিয়া গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপচারী করলেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে বুড়ো বাপ, বউ, তিন ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিনই পার্সী সম্প্রদায়ে ধান্‌সাক্ (আমাদের লুচিমণ্ডা) খাবার নেমন্তন্ন পেলুম। এবং সেদিনই খানা শেষে বললেন, আসছে রববার সন্ধ্যেয় বোমানজী নারিমানের দুছেলের নওজোত। আপনার নেমন্তন্ন রয়েছে। আসবেন তো?

আমি তো অবাক। এ দুনিয়ার পার্সী বলতে আমি মাত্র এই ওয়াডিয়া পরিবারকেই চিনি।বোমানজী নারিমান লোকটি কে, এবং আমাকে নেমন্তন্ন করতে যাবেই বা কেন? আমি বললুম, 'নারিমানকে তো চিনিনে।'

ওয়াডিয়া বললেন, চিনে আপনার চারখানা হাত গজাবে নাকি (পার্সীরা ইয়ার্কি না করে কথা কইতে পারে না)? খাওয়ায় ভালো —সেইটে হ'ল আসল কথা। এই নিন আপনার কার্ড— ও দিয়েও আপনার চারখানা হাত গজাবে না। আপনি ভাববেন না আমি নারিমানের দোরে ধন্না দিয়ে এ কার্ড বের করেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের জমে গিয়েছে নারিমান সেটা নিজের থেকেই জানতে পেরে কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। না পাঠালে অবশ্যি আমি একটুখানি নল চালাতুম, —আপনার মতো গুণীকে বাদ দিয়ে—'

আর বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি গুণী।'

ওয়াডিয়া বললেন, 'বাঁধা ছালার দাম পঁচিশ লাখ। দুদিন বাদে সব শালা। (পার্সীরা এই শব্দটি প্রায় সব কথার পিছনেই লাগায়) আপনাকে চিনে নেবে, কিছু ভয় নেই। তদ্দিন দু'পেট খেয়ে নিন। নারিমানের ছেলেদের নওজোতের পরে আসছে সোরাবজীর মেয়ের বিয়ে, তারপর আসছে—'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'নওজোত পরবটা কি?'

বললেন, 'এলেই দেখতে পাবেন। হিন্দুদের যেমন 'পৈতে' হয়, পার্সীদের তেমনি 'নওজোত।' শুধু 'কস্তি' অর্থাৎ পৈতেটা বাঁধতে হয় কোমরে আর সঙ্গে পরতে হয় একটি ছোট্ট ফতুয়া—তরা নাম সদরা।

এই 'কস্তি'-'সদরা' দুয়ে মিলে হয় পার্সীদের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।'

ওয়াডিয়ার বউ রৌশন বললেন, 'যত সব সিলি স্যুপারস্টিশন্স।'

রুস্তম বললেন, 'লঙ লিভ্ সচ্ স্যুপারস্টিনস্।' এদেরই দৌলতে দু মুঠো খেয়ে নেই। শালা বোমানজীর পেটে বোমা মারলেও সে এক পেট খাওয়ায় না। তার বাপ শালা (সব্বাই শালা।) বিয়ে করেছিলো বিলেতে, শ্যাম্পেনটা কেকটা ফাঁকি দেবার জন্য।'

পার্সীদের পাল্লায় পড়লে বুঝতেন। রববার বিকেল বেলা রুস্তম বউ, বেটাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি করে আমার বাড়িতে উপস্থিত—পাছে আমি ফাঁকি দিই।

গাড়িতে বসে বললেন, 'পার্সীদের কি নাম দিয়েছে আর সব গুজরাতিরা জানেন? 'কাগড়া' অর্থাৎ ক্রো। তার প্রথম কারণ, আমরা কালো কোট টুপি পরি, দ্বিতীয় কারণ পাঁচটা পার্সী একত্র হলেই কাকের মত কিচির মিচির করি, তৃতীয় কারণ কাকের মত খাদ্যাখাদ্য বিচার করিনে— জানেন তো আর সব গুজরাতিরা শাক খেকো— , চতুর্থ কারণ আমাদের নাকটা কাকের মতো বাঁকানো আর শেষ কারণ মরে গেলে কাকে আমাদের মাংস খায়।' তারপর হো-হো করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'গুজরাতিদের রসবোধ নেই, সবাই জানে, কিন্তু এ রসিকতাটা মোক্ষম।'

আমি বললুম, 'সব হিন্দুই একবার স্মোক করে,সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাক আর নাই থাক, সেটা জানেন?'

বললেন, 'কি রকম?'

'তাদের তো পোড়ানো হয় দেন্ দে স্মোক।'

রৌশন বললেন, 'তবু ভালো, শকুনির ছেঁড়াছেঁড়ির চেয়ে স্মোক্ করা ঢের ভালো।'

আমি বললুম ' কেন? চারটে শকুনি যদি এক পেট খেতে পায় তাতে আপত্তিটা আর কি? এই আপনাদের বোমানজী যদি জ্যান্ত অবস্থায় কাউকে খাওয়াতে না চায় তবে না হয় মরে গিয়েই খাওয়াল।'

রৌশন বললেন, 'আপনি জানেন না তাই বলছেন। বোম্বায়ে টাওয়ার অব সায়লেন্সের আশ-পাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন।একটা শকুনি হয়ত একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা আপনার পায়ের কাছে কিংবা মাথার উপরে। ভেবে দেখুন তো অবস্থাটা । তিন বছরের বাচ্চার মুণ্ডু, গলাটা ছিঁড়েছে। শকুনে—'

আমি বললুম 'থাক্ থাক্।' কিন্তু আশ্চর্য ওয়াডিয়ার বাচ্চা দুটো শিউরে উঠলো না কিংবা মাকে এ সব বীভৎস বর্ণনা দিতে বারণ করল না। অনুমান করলুম, এরা ছেলেবেলা থেকেই এ-বিষয়ে অভ্যস্ত।

নওজোত অনুষ্ঠান হচ্ছিল একটা প্ল্যাটফর্মের উপর। সাদা জাজিমে মোড়া। দুটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে, আর চারজন 'দস্তুর' (পুরোহিত) আবেস্তা, পাহলবী

www.doridro.com

ভাষায় গড়গড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। এককালে যজ্ঞোপবীতে দেবার সময় পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন যজ্ঞোপবীতের দায়িত্ব কি, আজ যে সে উপবীত ধারণ করতে যাচ্ছে তার অর্থ মায়ের কোল আর খেলাধূলো তার জন্য শেষ হল, সে আজ সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এখন কটা ছেলে এ সব বোঝে তা জানিনে, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, 'নওজোত' ও উপনয়নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, — যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিস ফিস করে কথা বলতে মানা নেই। আমি রুস্তমকে আমার গবেষণামূলক তত্ত্ব-চিন্তাটি অতিশয় গাম্ভীর্য সহকারে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, 'আপনার তাতে কি, আমারই বা তাতে কি? রান্নাটা ভালো হলেই হলো।'

বুঝলুম, 'ইতর জনের জন্য মিষ্টান্ন'—প্রবাদটি সর্বদেশে প্রযোজ্য।

নওজোত শেষ হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে ন্যাল ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি। অকালে এ রকম বৃষ্টির জন্য কেউ তৈরী ছিলেন না। নিমন্ত্রিত রবাহুত সবাই ছুটে গিয়ে উঠলেন বাড়ির বারান্দায়। তারপর বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে, একদল ড্রইং রুমে, আরেক দল ডাইনিং রুমে। আত্মীয় কুটুমরা বেড-রুমে ঢুকলেন আমাকে রুস্তম নিয়ে গেলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, বোধ হয় বাচ্চা দুটোর পড়ার ঘর।

আমরা জনা-বারো সেই কুঠুরিতে কাঁঠাল-বোঝাই হয়ে বসলুম। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এক বুড়ো পার্সী দু বগলে দু বোতল মদ নিয়ে। আমরা কয়েক জন হিন্দু মুসলমান নিরামিষ ছিলুম, আমাদের জন্য এল আইসক্রীম, লেমনেড।

বুড়ো একটা বোতল ছেড়ে দিলেন মজলিসের জন্য। অন্য বোতলটা নিজে টানতে লাগলেন নির্জলা। বিলেতে পালাপরবে, ঘরেবাইরে সর্বত্রই মদ খাওয়া হয়, তাই আমি এস্তার মদ খাওয়া দেখেছি কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যক্তি শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বহ্বান্ন ভক্ষণের মত এঁর পাইকারি পান দ্রষ্টব্য বস্তু।

মদ খেলে কেউ হয়ে যায় ঝগড়াটে, কেউ বা আরম্ভ করে বদ রসিকতা, কেউ করে খিস্তি, কেউ হয়ে যায় যীশুখ্রীষ্ট,—দুনিয়ার তাবৎ দুঃখকষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চায়, আর সবাইকে গায়ে পড়ে টাকা ধার দেয়; পরের দিন অবশ্য চাকরের উপর চালায় চোট-পাট, ভাবে (পার্সী হলে) ঐ শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে।

আমি গিয়েছিলুম এক কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসব বলে। বোতলটি আধঘন্টার ভিতর শেষ করে বুড়ো এসে বসলেন আমারই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে স্থান করে দিলুম। বুড়ো শুধোলেন, 'আপনি এ-শহরে নূতন এসেছেন?' আমি কীর্তিটা অস্বীকার করলুম না। বললেন, 'তাই ভাবছেন আমি মাতাল?'

বুঝলুম ইনি যীশুখ্রীষ্ট টাইপ নন, ইনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডলীন টাইপ—অনুশোচনায়

ক্ষতবিক্ষত। বললুম, 'কই আপনি তো দিব্য আর পাঁচজনের মত কথা কইছেন।'

বললেন, 'এক বোতলে আমার কিছু হয় না, পাঁচ বোতলেও কিছু হয় না, দশ বোতলেও না—যদিও অতটা কখনো খেয়ে দেখিনি।'

সত্যি লোকটার গলা সাদা, চোখেরও রঙ থেকেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় না—বুড়োবয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না। পাকা বাঁশে তেল লাগালেও একই রঙ।

বললুম, 'তাহলে না খেলেই পারেন।'

বললেন, 'খাই না তো, হঠাৎ ও রকম অকালে বৃষ্টি না নামলে।'

মদ খাওয়ার নানা অজুহাত বাজারে চালু আছে। এটা নতুন। বৃষ্টির জলের সঙ্গে নামল বটে কিন্তু ধোপে টিকবে না। বললুম 'হুঁ' ।

'আপনিও খেতেন।'

'? ? ? ?'

'সে অবস্থায় পড়লে।'

আমি শুধালুম , 'কোন্ অবস্থায়?' তারপর বললুম, 'কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কেন? বিশেষতঃ আপনার ধর্মে যখন ও জিনিস বারণ নয়।'

'আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কারণ আর সবাই জানে—'

আমি বললুম, 'তাহ'লে বলুন।'

বললেন, 'রুস্তম বলছিল, আপনি নাকি পুব-ভারতের লোক, পার্সীদের আচার-ব্যবহার পালা-পরব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টাওয়ার অব সায়লেন্স কাকে বলে জানেন?'

আবার 'মৌন শিখর'। বললুম, 'আজই প্রথম শুনেছি।'

বললেন,' কুয়োর মত গোল করে গড়া হয়। আর দেয়ালের ভিতরের দিকে বড় বড় শেলফের মত কুলুঙ্গি বা 'নিশ্' কাটা থাকে। সেগুলোর উপর মড়াকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বোম্বাই টোম্বাই অঞ্চলে বিস্তর শকুনি ওৎ পেতে বসে থাকে, তিন মিনিটের ভিতর হাড্ডিগুলো ছাড়া সব কিছু সাফ করে দেয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে এ-সব দেখবার হুকুম নেই। একমাত্র 'শববাহক'ই ভিতরে যায়। এই যে নওজোতের সময় 'দস্তুর'দের দেখলেন তেমনি পার্সীদের ভিতরে বিশেষ 'শববাহক' সম্প্রদায় আছে। টাওয়ার অব সায়েলেন্সের ভিতর যা কিছু করার তারাই সব করে। এমন কি 'দস্তুর'দেরও ভিতরে যাওয়া বারণ।

'আমার জন্ম মধুগাঁয়ে, সেখানেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি। মধুগাঁও সি-পিতে। আপনি কখনো যাননি? তাহ'লে বুঝতেন গ্রীষ্মকালে সেখানে কি রকম গরম পড়ে।আর সে গরম একদম শুকনো-বোন্-ড্রাই। দেয়ালের কেলেণ্ডার বেঁকে যায়, বইয়ের মলাট

বাঁকতে বাঁকতে কেতাব থেকে খসে পড়ে, টেবিলটা পর্যন্ত পিঠ বাঁকিয়ে বেড়ালটার মত লড়াইমুখো হয়ে ওঠে। এমন কি মানুষেরও রস-কষ শুকিয়ে যায়। হাতাহাতির ভয়ে গরমের দিন একে অন্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় নিক্তি-মেপে।

'সেই গরমে মারা গেল এক আশি বছরের হাড্ডি-সার বুড়ী। আমার ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যুবতী—বোকা ছোঁড়ারা তখনই তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঝরাপাতা', 'কুকুরের জিভ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকোতে শুকোতে শেষ পর্যন্ত রইল চামড়ায় জড়ানো খান কয়েক হাড্ডি। আর স্বভাব ছিল এমনি খিটখিটে যে আমরা পারতপক্ষে তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতুম না। বিশ্বাস করবেন না, বেটি বারান্দায় বসত এক গাদা নুড়ি নিয়ে। কেউ ভুলেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বুড়ী সেই নুড়ি ছুড়তে আরম্ভ করত তাগ করে। —আর সে কী মোক্ষম তাগ।'প্র্যাক্‌টিস মেক্‌স্ পার্ফেক্ট' রচনায় এক ছোঁড়া বুড়ীর উদাহরণ দিয়ে আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পেয়েছিল।

'বুড়ীর ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না, প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছাড়া। কিন্তু কুকুরটার উপর তো আর বুড়ীর শেষ ক্রিয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারটা পড়লো আমাদের ঘাড়েই। মহাবিপদে পড়ল মধুগাঁয়ের পার্সী সম্প্রদায়।'

'এককালে মধুগাঁয়ে বিস্তর পার্সী বসবাস করতো বলে তারা শহরের মাইল খানেক দূরে ভালো টাওয়ার অব সায়লেন্স বানিয়েছিল। আপন 'শববাহক' ও জন আষ্টেক ছিল। কিন্তু সে হল সত্তর আশী বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পার্সী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশ বারোটি পরিবারে। তাই মৃত্যুর হার এসে দাঁড়িয়েছে বছরে এক কিংবা তার চেয়েও কম। টাওয়ার অব সায়লেন্সের শকুনগুলো পর্যন্ত পালিয়েছে না খেয়ে মর-মর হয়ে। মানুষের বুদ্ধি শকুনের চেয়ে বেশী তাই শববাহকের দল শকুনগুলোর বহুপূর্বেই মধুগাঁও ছেড়ে চলে গিয়েছিল। 'তাই সমস্যা হল বুড়ীকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? এসব ব্যাপারে পার্সীরা বামুনদের চেয়ে তিনকাঠি বেশী গোঁড়া।' 'শববাহক' না হলে তো চলবে না—বরঞ্চ পার্সী সম্প্রদায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তিন দিন কাটিয়ে দেবে তুব 'শববাহক' ভিন্ন কেউ মড়া ছুঁতে পারবে না।

'টেলিগ্রাম করা হল এক আঁটা—চতুর্দিকের পার্সীদের কাছে, পার্সী-ধর্ম লোপ পায়, পার্সী-ঐতিহ্য গেল গেল, তোমরা সব আছো কি করতে, চারটে 'শববাহক' না পেলে মধুগাঁও উচ্ছন্ন যাবে, সৃষ্টি লোপ পাবে।'

'শববাহকে'রা শেষটায় এল। এক ছোকরা 'দস্তুর' তখনো মিসিং লিঙ্কের ন্যাজের মত খসি-খসি করে মধুগাঁয়ের পশ্চাদ্দেশে ঝুলছিল, সে মন্তর-ফন্তরগুলো সেরে দিলে—হোলি জিসসই জানেন তার কতটা শুদ্ধ কতটা ভুল।

'সেই মার্চ মাসের আগুনের ভিতর দিয়ে চারটে শববাহক, 'দস্তুর'জী আর আমারই মত আরো দুই মূর্খ গেলুম টাওয়ার অব সায়লেন্সে। গেটের কাছে শববাহক ছাড়া আর

সবাইকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার ছাওয়ায় একটু কম গরম হই। সান্ত্বনা এইটুকু যে শববাহকেরা রেকর্ড টাইমের ভিতর বেড়িয়ে এল। গেটে তালা মেরে আমরা সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে এলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর যদি কখনো ঐ হতভাগা টাওয়ারে যেতে হয় তবে যাব, শেষবারের মত, শববাহকদের কাঁধে চেপে।

'কিন্তু খুদার কেরামতির কে ভেদ করবে বলো? তিন মাস যেতে না যেতে মরলেন আমার বিধবা পিসি—বাবা বিদেশে, মা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছেন। বাড়িতে সোমত্থ আর কেউ নেই। আমি পাগলের মত শববাহকের সন্ধানে দুনিয়ার চেনা অচেনা সবাইকে তার করলুম। মে মাসের অসহ্য গরম পড়েছে আকাশ ভেঙে—মধুগাঁয়ে যে কফোঁটা বৃষ্টি হয় সে জুলাই মাসে, তার পূর্বে ও মুল্লুকে কখনো মেঘ করেনি, বৃষ্টি ঝরেনি। ধরণী যে ঠাণ্ডা হবেন তার কোনো আশা-ভরসা নেই জুলাই মাস পর্যন্ত। 'দস্তুর' টিও ইতিমধ্যে ন্যাজটার মত খসে পড়েছেন, তারই বা সন্ধান পাই কোথায়?'

'ভাগ্যিস, আমি ইস্কুল মাস্টার। আমার ছেলেরা ছুটলো এদিক ওদিককার শহরে। তারা সব হিন্দু, দু'একটি মুসলমান—কিন্তু গুরুর দায় বুঝতে পেরে কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউ লোকাল ধরে এমনি লাগা লাগালো যে মনে হল তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন, সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ছেলেদের বললুম, 'বাবারা আমার বাঁচালে। কিন্তু আর না। তোমাদের আর সঙ্গে আসতে হবে না। আর শোনো, এই গরমে যদি টাওয়ার যেতে আসতে আমি মরি তাহলে আমাকে পুড়িয়ে ফেলো, না হয় গোর দিয়ো।

আমি বললুম, 'সে কি কথা?'

আমার কথা যেন আদপেই শুনতে পাননি সেই রকম ভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কড়াইয়ে গরম তেল ফুটছে আর আমি তারই ভিতর সাঁতার কেটে কেটে টাওয়ারের দিকে চলেছি। এক পা ফেলি আর ভাবি এ-দুনিয়ায় এই শেষ পা ফেলা, পরের কদমেই দেখব জাহান্নামের বুকিং আপিসের সামনে 'কিউয়ে' পৌঁছে গিয়েছি—স্বর্গে যাওয়ার হলে ভগবান এই কড়াই-ভাজার প্র্যাক্‌টিস কপালে লিখবেন কেন?

টাওয়ার অব সায়লেন্সের সামনে এসে বসে পড়েছি। 'দস্তুর'জীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ আমার কানে এসে পৌঁচচ্ছে যেন কোন দুরদূরান্ত থেকে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে দিয়ে যেন কিছু দেখছি, কিছু শুনছি, শববাহকেরা ক্লান্ত শ্লথ গতিতে মড়া নিয়ে টাওয়ারের ভিতর ঢুকল।

'তার পর মুহূর্তেই আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এল, টাওয়ারের ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে। সে চীৎকারে ছিল মাত্র একটা জিনিস—ভয়। যারা চীৎকার করলো তারাই যে শুধু ভয় পেয়েছে তা নয়, সে চীৎকার যেন স্পষ্ট

ভাষায় বললো, আর কারো নিস্তার নেই।'

'সঙ্গে সঙ্গে চারজন শববাহকের দুজন পাগলের মত হাত পা ছুড়ে ছুড়ে এদিক ওদিক টাল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। একজন আমাদের দিকে তাকিয়েই একমুখ ফেনা পানি বমি করে পড়ল 'দস্তুর'জীর পায়ের কাছে, আরেকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই রকম টাল খেয়ে খেয়ে যে কোন দিকে চলল সে জানে না, 'দস্তুর'জীও একবার তার দিকে তাকান আরেকবার তাকান ভিরমি-যাওয়া লোকটার দিকে। টাওয়ারের ভিতর থেকে আর কোনো শব্দ আসছে না, কিন্তু যে পাগলটা ছুটে চলেছে সে চীৎকার করে করে যেন গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে—সে কী অমানুষিক বীভৎস কণ্ঠস্বরের বিকৃত পরিবর্তন।

'দস্তুর'জী আর আমি এমনি হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি যে আমাদের মাথায় কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই খেলছে না, পা দুটো যেন মাটিতে শেকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি বললে অল্পই বলা হল, কারণ অদ্ভুত এক ভীতি আমাকে তখন অসাড় করে ফেলেছে।

'কতক্ষণ এ রকম ধরা কাটালো আমার মনে নেই। আস্তে আস্তে মাথা সাফ হতে লাগল, কিন্তু ভয় তখনো কাটেনি। 'দস্তুর'জী বললেন, আর দুটো 'শববাহকে'র কি হল? তারা বেরচ্ছে না কেন?' আমার মনেও সেই প্রশ্ন, উত্তর দেব কি?

'দস্তুর'জী আমার দুজনেরই ভিতরে যাওয়া বারণ। 'দস্তুর'জী কর্তব্য বোধ হয়েছে না কি, কে জানে, বললেন, 'চলুন, ভিতরে যাই।'

আমার এখনো মনে হয়, 'দস্তুর'জী তখন সম্পূর্ণ সম্বিতে ছিলেন না; আমি জানি আমি নিশ্চয়ই ছিলুম না। তাঁর পিছনে পিছনে কোন্ সাহসে ভর করে গেলুম বলতে পারব না। আমি এ-বিষয়ে বহু বৎসর ধরে আপন মনে তোলপাড় করেছি। খুব সম্ভব যুগ যুগ ধরে 'দস্তুর'জীদের হুকুম তামিল করে করে আমরা সাধারণ গৃহী বিপদকালে মন্ত্রমুগ্ধের মত এখনো তাঁদের অনুসরণ করি।

ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই দেখি—'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন; আমি বললুম, 'কি, কি?'

আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে রকম আমি আপনার দিকে তাকালুম ঠিক সেই রকম তাকিয়ে আছে টাওয়ারের দেওয়ালের একটা শেলফের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে, ঘাড় আমাদের দিকে ফিরিয়ে সেই হাড্ডি-সার বুড়ী-যাকে আমরা তিন মাস আগে এই টাওয়ারে রেখে গিয়েছিলুম। গায়ের চামড়া আরো শুকিয়ে গিয়েছে, আর, —আর, চোখের কোটর দুটো ফাঁকা, কালো দুই গর্ত। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।'

হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কেউ আমাকে একটা বোতল দেবে না,

নাকি রে।'

অথবা ঐ রকম কিছু একটা; আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কি করে যে এ রকম ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে সে কথা জিজ্ঞেস করবার মত হিম্মৎ বুকে বেঁধে উঠতে পারছিনে, পাছে আরো ভয়ঙ্কর কোনো এক বিভীষিকা তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

হঠাৎ যেন আমার প্রতি ভদ্রলোকের দয়া হল। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলছি।'

'যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমার উপর কে যেন বালতি বালতি জল ঢালছে। তারপর বুঝলুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার চতুর্দিকে স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

'সেই যে শববাহক পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল তাকে ও রকম অবস্থায় একা দেখতে পেয়ে ছেলেরা আমাদের সন্ধানে এখানে এসে পৌঁচেছে।

'যে দু'জন শববাহক ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তারা আর কখনো জ্ঞান ফিরে পায় নি। যে বাইরে এসে ভিরমি গিয়েছিল সে পরে সুস্থ হল বটে কিন্তু তার মাথা এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি—আর যে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তাকে এখনো পাগলা গারদে বেঁধে রাখা হয়েছে। একমাত্র 'দস্তর'জীই এই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

অথচ ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার বোঝা গেল। বুড়ী ছিল হাড্ডি-সার, গায়ে একরত্তি চর্বি ছিল না, যেটুকু মাংস ছিল তা না থাকারই শামিল। তিন মাসের গরমে বুড়ী শুঁটকি হয়ে এমনি এক অদ্ভুত ধরবে বেঁকে গিয়েছিল যেন পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসেছে—শুধু চোখ দুটো একদম উপে গিয়েছে। সর্বশরীরের কোথাও এতটুকুও আঁচড় নেই—আপনাকে আগেই বলেছি মধুগাঁও থেকে সব শকুন বহুদিন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল।

'এক সাধুর কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম। কিন্তু অকালে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখনো বোতল বোতল মদ খেয়ে ছবিটা মগজ থেকে মুছে ফেলতে হয়।'